আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-৪

১. রাসূল (স:) তার সাহাবীদের কঠোর সংযমী হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিতে তাগিদ দিতেন। রাসূল (স:) হজ্জ্ব পালনকালে একটা ছেড়া গদির উপর উটে বসে ছিলেন এবং তিনি যে বস্ত্র পরিহিত ছিলেন তার মূল্য চার দিরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) মতো ছিলো। (ইবনে মাজাহ ২৩১৯)

২. একজন আল বারা ইবনে আযিব (রা:) কে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি রাসূল (স:) একা রেখে হুনাইনের যুদ্ধে পশ্চাতে চলে গিয়েছিলেন? বারা (রা:) উত্তর দিলেন, কিন্তু রাসূল (স:) পশ্চাদপসরণ করেন নি। হাওযীনরা (কাফেরগণ) দক্ষ তিরন্দ্রাজ ছিলো। আমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম তখন তারা পালিয়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছিলাম রাসূল (স:) একটি সাদা ঘোড়ার উপর বসে আছেন, এবং আবু সুফিয়ান (রা:) ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন এবং রাসূল (স:) কে বলতে শুনলাম, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। (বুখারী ২৮৬৪, মুসলিম ১৭৭৬)

৩. রাসূল (স:) কড়া ও কঠোর ছিলেন না। তিনি বাজারে স্বর উঁচু করে কথা বলতেন না, তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজে কোনো অন্যায় কাজ করতেন না, তিনি উপেক্ষা করতেন ও ক্ষমা করে দিতেন। (বুখারী ২১২৫)

৪. আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি প্রতিদিন ৭০ বারের ও বেশি আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (বুখারী ৬৩০৭)

৫. আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (স:) রাতে সালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করতেন যে, তার পা মোবারক ফুলে যেত। আমি বলতাম আপনি এত লম্বা তেলাওয়াত কেন করেন, যেখানে আল্লাহ আপনার আগে ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূল (স:) উত্তর দিয়েছিলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগোজার বান্দাহ হবো না? (বুখারী ৪৮৩৭, মুসলিম ২৮২০)

৬. রাসূল (স:) একাধারে সিয়াম পালন করতেন যে, মানুষ মনে করত তিনি তিনি কখনোই সিয়াম ভাঙবেন না, আবার একাধারে সিয়াম পালন করতেন না, মানুষ মনে করত তিনি সিয়াম পালন করবেন না। রাসূল (স:) রমজান মাস ছাড়া কখনোই পুরো মাস সিয়াম পালন করতেন না। শাবান মাসে অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন। অধিকন্তু তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন। (তিরমিযী ৭৪৫, নাসাঈ ২৩৬১, ইবনে মাজাহ ১৭৩৯)

৭. রাসূল (স:) ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে এক আয়াত করে করে পাঠ করতেন। যেখানে টেনে পড়া প্রয়োজন সেখানে তিনি টেনে পড়তেন, (ছয়টা vowel ফাতাহ, দাম্মাহ, কাসরা, আলিফ, ওয়াও, ইয়া) যেখানে short ও long vowel রয়েছে। যেমন আর-রহমান, আর রহিম। তিনি কোরআন তেলাওয়াতের প্রথমে আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পরে শুরু করতেন। তিনি প্রতিদিনই কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এতে কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। (বুখারী ৫০৪৬, নাসাঈ ৮৯৯, তিরমিযী ২৪২, আবু দাউদ ৭৭৫)

৮. রাসূল (স:) দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়া অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ওযু অবস্থায়, ওযু বিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তবে জানাবাহ অবস্থায় তেলাওয়াত করতেন না [জানাবাহ অর্থ গোসল ওয়াজিব হলে। স্ত্রী সংগম ইত্যাদি করলে] (যাদ আল মা'আদ ৪৮২/১)

৯. আনাস (রা:) বর্ণনা করেন, তিন জন রাসূল (স:) এর গৃহে গমন করলেন এবং তার এবাদত সম্পর্কে জেনে নিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, রাসূলের (স:) এর তুলনায় আমাদের ইবাদাত অত্যন্ত সামান্য, কারণ রাসূলের (স:) আগে পিছের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। একজন বললো আমি প্রতিদিন সারারাত সালাত আদায় করবো কখনো ঘুমাবো না। দ্বিতীয় জন বললো, আমি সারা বছর সিয়াম পালন করবো, কখনো সিয়াম ভঙ্গ করবে না, তৃতীয় জন বললো আমি নারীর সংশ্রব থেকে দূরে থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না। রাসূল (স:) তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি এ ধারণার আলাপ করছিলেন। তারা বললো, হ্যাঁ ইয়া আল্লাহর রাসূল (স:)। আমি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি আল্লাহভীরু, মুত্তাকী। আমি সওম পালন করি, আবার সওম ভঙ্গও করি। আমি সালাত আদায় করি, আবার আমি ঘুমাইও। আমি বিয়েও করি। যে আমার পথ অনুসরণ করে না, আমি তার থেকে মুক্ত। (বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/